নকল মাস্ককাণ্ডে ৩ দিনের রিমান্ডে শারমিন

নকল ও নিম্নমানের মাস্ক সরবরাহের মামলায় গ্রেফতার অপরাজিতা ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী সাবেক ছাত্রলীগ নেত্রী শারমিন জাহানকে তিনদিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত।

শনিবার দুপুর সোয়া ১টায় তাকে আদালতে হাজির করে তিন দিনের রিমান্ড চায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

শুনানি শেষে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মইনুল ইসলাম তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় রাজধানীর শাহবাগ এলাকা থেকে শারমিন জাহানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পরই তাকে ডিবি কার্যালয়ে নেয়া হয়।

শারমিন জাহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-১ শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার।

গত বৃহস্পতিবার রাতে নকল ও নিম্নমানের মাস্ক সরবরাহের অভিযোগে শারমিন জাহানের বিরুদ্ধে মামলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়ার নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোজাফফর আহমেদ শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন।

মামলার এজাহারে অপরাজিতা ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী শারমিন জাহানের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

এজাহারে বলা হয়, সরকার অনুমোদিত ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, অপরাজিতা ইন্টারন্যাশনালের দাখিল করা নমুনা মাস্ক তুলনামূলকভাবে ভালো উল্লেখ করায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অপরাজিতা ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী শারমিন জাহানকে মাস্ক সরবরাহের জন্য একটি কার্যাদেশ দেয়।

এরপর মোট ৪টি তারিখে এবং ৪টি লটে যথাক্রমে ১৩০০, ৪৬০, ১০০০ ও ৭০০ পিস মাস্ক সরবরাহ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় লটে প্রদেয় মোট ১৭৬০টি মাস্কে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।

তবে তৃতীয় ও চতুর্থ লটে প্রদেয় ১০০০ ও ৭০০ পিস মাস্কে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ওই মাস্কের বন্ধনী ফিতা ছিঁড়ে গেছে, মাস্কের ছাপানো লেখায় ত্রুটিপূর্ণ ইংরেজি লেখা পাওয়া গেছে।

এছাড়া আরও বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে মাস্কের মান নিম্নমানের প্রমাণিত হয়। এতে কোভিড-১৯ সম্মুখ যোদ্ধাদের জীবন মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়ে বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অপরাজিতা ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী শারমিন জাহানকে ১৮ জুলাই কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেছে।

জবাবে শারমিন জাহান দুঃখ প্রকাশ করেছে, যা দোষ স্বীকারেরই শামিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে এজাহার দায়ের করেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া জানিয়েছেন, কারণ দর্শানো নোটিশে অপরাজিতা ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

করোনা মহামারীতে সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো ধরনের আপস নয়। এই ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থাসহ সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে।

মামলা দায়ের ছাড়াও ইতোমধ্যে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে তিন কর্ম দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. জুলফিকার আহমেদ আমিন জানিয়েছেন, মোট ৪টি লটে ৩৪৬০টি মাস্ক গ্রহণ করা হয়েছে।

এরমধ্যে ত্রুটিপূর্ণ ৯৫৯টি মাস্ক ফেরত দেয়া হয়েছে। ফলে অপরাজিতা ইন্টারন্যাশনালের কাছ থেকে গ্রহণ করা মাস্কের সংখ্যা ২৫০১। ৭৩০

টাকা হিসাবে এর আর্থিক মূল্য ১৮ লাখ ২৫ হাজার ৭৩০ টাকা। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

সব বৈদেশিক দূতাবাসে হাসিমুখে সেবা দিওয়ার নির্দেশনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বাংলাদেশের সব বৈদেশিক দূতাবাসে হাসিমুখে সেবা দিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছেন। সম্প্রতি ইউরোপে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে এক ভার্চুয়াল সভায় এ নির্দেশনা দেন তিনি।

ড. মোমেন বাংলাদেশ মিশনের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যেন সেবাগ্রহীতাদের সাথে কোনোধরনের দুর্ব্যবহার না করেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রদূতদের নির্দেশ দেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, যেকোন ধরনের কর্তব্যে অবহেলা, সেবা দিতে অনীহা এবং অসৌজন্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, বাংলাদেশের সকল দূতাবাসে সেবার গুণগত মান বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। মিশনসমূহে চালুকৃত হটলাইনগুলো ২৪ ঘণ্টা চালু রাখাসহ সেবাগ্রহীতাদের সমস্যা ও অভিযোগ শুনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নির্দেশ দেন।

মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা ফোন ধরে না বা সেবা দিতে অনীহা

প্রকাশ করে-এ ধরনের অভিযোগ যাতে না আসে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে মিশন প্রধানদের অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘প্রকল্পে দুর্নীতি হলে চাকরিচ্যুতি’

উন্নয়ন প্রকল্পের কেনাকাটায় অনিয়ম-দুর্নীতি হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক। তিনি এটাও বলেছেন, প্রয়োজনে চাকরিচ্যুত করা হবে।

বৃহস্পতিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার অনলাইন সভায় তিনি এ কথা বলেন। বৃহস্পতিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোনোরকম অনিয়ম বা দুর্নীতি করলে বা অনিয়মের উদ্দেশ্যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ দাম ধরলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে, প্রয়োজনে চাকরিচ্যুত করা হবে।

কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ও অন্যান্য জিনিসসহ প্রকল্পের প্রত্যেকটা জিনিস কেনার সময় ইজিপির মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্রে কেনা হবে। ঠিকাদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। বাজার দরের চেয়ে বেশি দামে কেনার সুযোগ নেই। তাই কেউ যদি মনে করে থাকেন বেশি দাম লেখা আছে বা সেরকম সুযোগ আছে সেটাকে ব্যবহার করে কোনো দুর্নীতি-অনিয়ম করবেন- সেটি কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আমি আবারও হুশিয়ার করছি, কেউ যদি কেনাকাটায় অনিয়ম করতে চান, দুর্নীতি করতে চান, তাহলে চরম মূল্য দিতে হবে। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, স্বচ্ছতার সঙ্গে ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় অনলাইন সভায় সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান। এ সময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পটি কৃষি খাতের একটি স্বপ্নের প্রজেক্ট। অনেক দিনের লালিত প্রজেক্ট। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিবান্ধব এ সরকারের কৃষিতে এখন মূল লক্ষ্য হল কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ, আধুনিকীকরণ করা। কৃষিকে অধিকতর লাভজনক করা। সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত অর্থবছর ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য; যার মাধ্যমে হাওরসহ সারা দেশে ধান কাটার জন্য কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে। কৃষকরা এসব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সফলভাবে বোরো ধান ঘরে তুলেছেন। এ ধারাবাহিকতায় ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পটি একনেকে পাস হয়েছে। এ প্রকল্পের ফলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া যাবে এবং চলতি অর্থবছর কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সভায় জানানো হয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৭৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল এক হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে এক হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৪ শতাংশ। করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে শতভাগ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব না হলেও জাতীয় গড় অগ্রগতির (৮০.২৮ শতাংশ) চেয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি বেশি হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট দুই হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আজেএম

ঈদে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে গণপরিবহন, বাড়ছে না ভাড়া

আসন্ন ঈদুল আজহায় স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলাচল করবে গণপরিবহন। পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ ঈদ উপলক্ষে নতুন করে ভাড়া বৃদ্ধির দাবি তুললেও তা মেনে নেয়নি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। বরং চলাচলের অনুমতির শর্তগুলো কঠোরভাবে মানার নির্দেশনা দিয়েছে সংস্থাটি।

গত সোমবার বিআরটিএ কার্যালয়ে মালিক-শ্রমিক সংগঠন, বিআরটিএ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে দুই সিটে একটি ফাঁকা রাখায় লোকসান হচ্ছে উল্লেখ করে ভাড়া বৃদ্ধির দাবি উত্থাপন করা হলেও মেনে নেয়নি বিআরটিএ।

বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, বিআরটিএ-এর সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, সুরক্ষানীতি মেনেই গণপরিবহন চলবে। সুরক্ষানীতি মানার জন্য আমরা মালিকপক্ষকে চিঠি দেব।
তিনি আরও বলেন, ‘শর্ত অনুযায়ী, এক সিট খালি রেখে বাস চলছে। কিন্তু তাতে মালিকদের লোকসান হচ্ছে। এমনিতেই যাত্রী কম, ঈদে তো আরও বেশি লোকসানের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ফিরতি যাত্রী থাকবে না। এভাবে চলাচল করা খুবই কঠিন। তবুও আমরা সেটা মানার এবং বাস্তবায়নের চেষ্টা করব।’

এদিকে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্লাহ বলেন, ‘আগের নির্দেশনার মতোই স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদেও সামাজিক দূরত্ব ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে গণপরিবহন চলবে।

বিআরটিএ-এর উপ-পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) মোহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গত ৩ মে যে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে শর্ত দিয়ে গণপরিবহন চলাচলের নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, সেগুলো ঈদেও মানতে হবে। সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

একনেকে ১১৩৬ কোটি টাকার ৬ প্রকল্প অনুমোদন

১ হাজার ১৩৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৬ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকার দেবে ১ হাজার ২৮ কোটি ৫১ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান ১০৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী ও একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবরা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে একনেক সভায় যুক্ত হন।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২৩৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘চর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং’ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত ভৌত কাজসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন, উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ ও উপকূলীয় চর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হবে। প্রকল্পটি নোয়াখালীর সুবর্ণচর, হাতিয়া, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাটে বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ হলো ১৭১ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, নদী তীর প্রতিরক্ষা ও ২৯৩ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ।

২৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান অপ্রশস্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, রূপসা ব্রিজ অ্যাপ্রোচ সড়ক থেকে খুলনা শহরে প্রবেশের জন্য স্বল্পতম দূরত্বের সড়ক নির্মাণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজট হ্রাস করা হবে।

২৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা

মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনারবাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনারবাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণের মাধ্যমে নিরাপদ, আরামদায়ক, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন’ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ভরাট হয়ে যাওয়া তিতাস নদী পুনঃখননের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ জলাবদ্ধতা দূর করা হবে। এর পাশাপাশি অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করা, নৌ চলাচল সুবিধা সৃষ্টি, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা হবে।

৪০১ কোটি টাকা ব্যয়ে গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন থেকে গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, বাজার, ফসলী জমিসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা হবে।

১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ’ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ী ও মৌসুমী পতিত জমি চাষের আওতায় এনে প্রকল্প এলাকার শস্যের গড় নিবিড়তা ২০৮ শতাংশ থেকে ২১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। বিদ্যমান শস্য বিন্যাসে বিভিন্ন ফসল আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা গড়ে তোলা হবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

বিশ্ব সেরা চিন্তাবিদের তালিকায় বাংলাদেশি স্থপতি মারিনা

বিশ্ব সেরা ৫০ জন চিন্তাবিদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশি স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম। ব্রিটিশ সাময়িকী প্রসপেক্টস ১৪ জুলাই এ তালিকা প্রকাশ করেছে।

সাময়িকীটিতে বলা হয়েছে, মেরিনা তাবাসসুম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে ভবন নির্মাণ এবং পরিবেশের দ্বারা উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো গ্রহণ করে নকশা তৈরি করায় দারুণ অবদান রেখেছেন। তার নকশা করা স্থানীয় উপকরণের হালকা ওজনের বাড়িগুলো স্টিলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম এবং পানির মাত্রা বেড়ে গেলে সেগুলো সরানো যায়। বিষয়গুলো আন্তর্জাতিকভাবে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে।

টেরাকোটা ইট দিয়ে নির্মিত রাজধানীর বায়তুর রউফ মসজিদের নকশা করেছেন মেরিনা। মসজিদটির নকশা করে স্থাপত্যে আগা খান পুরস্কারও পেয়েছেন এই স্থপতি। বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তিনিই প্রথম আগা খান পুরস্কারে ভূষিত হন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সাহাবুদ্দিন মেডিকেলের এমডিসহ তিন জন রিমান্ডে

করোনার পরীক্ষা নিয়ে প্রতারণা করার মামলায় গ্রেফতার সাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফয়সাল আল ইসলামসহ তিন জনকে পাঁচ দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর হাকিম আশেক ইমাম রিমান্ডের এ আদেশ দেন।

অপর দুই আসামি হলেন, সহকারী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আবুল হাসনাত ও ইনভেন্টরি অফিসার শাহজির কবির সাদি।
এর আগে রাজধানীর গুলশান থানার মামলায় আসামিদের আদালতে হাজির করে সাত দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা।

এ সময় আসামিদের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক পাঁচ দিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ঈদে ট্রেন বাড়ানো হবে না: রেলমন্ত্রী

আসন্ন ঈদুল আজহায়ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ট্রেন চলবে। বাড়তি যাত্রীর চাপ নেবে না রেল। এ কথা জানিয়েছেন রেলপথমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন।

তিনি বলেন, বর্তমানে যে কয়টি ট্রেন চলছে, ঈদেও সে কটি ট্রেন চলবে। বিশেষ ট্রেন বাড়ানো হবে না। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে কমলাপুর রেলস্টেশনের শহরতলি প্লাটফরমে (নারায়ণগঞ্জগামী) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, বর্তমানে যে কয়টি ট্রেন চলছে, ঈদের মধ্যেও সে কটি ট্রেন চলবে। বিশেষ ট্রেন বাড়ানো হবে না। ঈদ উপলক্ষে যদি আমরা ট্রেন বাড়িয়ে দিই। তা হলে যাত্রীদের বাড়ি ফিরতে উৎসাহিত করা হবে। তাই আমরা সেটি করব না।

করোনা পরিস্থিতিতে রেলমন্ত্রী সব যাত্রীকে ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যে যেখানে অবস্থান করছেন, সেখান থেকেই এবার ঈদ উৎসব পালন করুন। এ দুর্যোগে বাড়ি গিয়ে আমরা যেন গ্রাম-গঞ্জে এই ভাইরাস ছড়িয়ে না দিই।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ে মহাপরিচালক মো. শামসুজ্জামান প্রমুখ।

সূত্র- যুগান্তর

ইউনাইটেডে অগ্নিকাণ্ড: ৪ পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আদেশ স্থগিত

ইউনাইটেড হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত চার পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে ৩০ লাখ টাকা করে দিতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করা হয়েছে। আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত ওই আদেশ স্থগিত করেছেন।

ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার আপিল বিভাগের ভার্চ্যুয়াল চেম্বার আদালতের বিচারপতি মো. নূরুজ্জামান এই আদেশ দেন।

একই সঙ্গে এ সংক্রান্ত রিট পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানোর আদেশ দেন তিনি।
এর আগে ১৫ জুলাই বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমের ভার্চ্যুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ ক্ষতিপূরণের ওই আদেশ দিয়েছিলেন।

ভার্চ্যুয়াল শুনানিতে রিট আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এম আমিন উদ্দিন। সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার অনীক আর হক, ব্যারিস্টার হাসান এম এস আজিম, ব্যারিস্টার মুনতাসির আহমেদ ও রিটকারী নিয়াজ মুহাম্মদ মাহবুব ও সাহিদা সুলতানা শিলা।

ইউনাইটেড হাসপাতালের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ, মোস্তাফিজুর রহমান খান ও তানজীব উল আলম।

গত ৩০ মে রিট আবেদনটি দায়ের করেন ব্যারিস্টার নিয়াজ মুহাম্মদ মাহবুব। ১ জুন আরও একটি রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

ব্যারিস্টার রেদোয়ান আহমেদ রাজীব ও ব্যারিস্টার হামিদুল মিসবাহ। পরে গত ২ জুন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে ১৪ জুনের মধ্যে আলাদা প্রতিবেদন চেয়েছিলেন হাইকোর্ট। সে অনুসারে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

পুলিশের দেওয়া প্রতিবেদনে ইউনাইটেড হাসপাতালের গাফিলতির কথা রয়েছে। রাজউক বলছে, করোনার জন্য আলাদা করে আইসেলেশন ইউনিট করতে তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ফায়ার সার্ভিস বলছে, অগ্নিকাণ্ডের সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কার্যকর পদক্ষেপ নিলে রোগীদের মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হতো।

এরপর আদালত ২৯ জুন সমঝোতা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তবে অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগের মামলার তদন্তও দ্রুত সম্পন্ন করতে বলেছিলেন।

গত ২৮ মে ইউনাইটেড হাসপাতালের চিফ অব কমিউনিকেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডা. সাগুফা আনোয়ারের পাঠানো বার্তায় নিহত পাঁচজনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়। নিহতদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও একজন নারী। তারা হলেন- রিয়াজুল আলম (৪৫), খোদেজা বেগম (৭০), ভেরুন অ্যান্থনি পল (৭৪), মো. মনির হোসেন (৭৫) ও মো. মাহবুব (৫০)।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ২৮ মে বুধবার আনুমানিক রাত সাড়ে ৯টার দিকে মূল ভবনের বাইরে হাসপাতাল সংলগ্ন করোনা আইসোলেশন ইউনিটে সম্ভবত বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন আইসোলেশন ইউনিটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় আবহাওয়া খারাপ ছিল ও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বাতাসের তীব্রতায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে ভর্তি পাঁচজন রোগীকে বাইরে বের করা সম্ভব হয়নি। তারা ভেতরেই মারা যান। আইসোলেশন ইউনিটের পাঁচজনই করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ছিলেন।

এ ঘটনায় ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অপমৃত্যুর মামলা করলেও আগুনে নিহত ভেরুন অ্যান্থনি পলের পরিবার ইউনাইটেড হাসপাতালের বিরুদ্ধে ‘অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগে’ মামলা করেন।

মামলায় ইউনাইটেড হাসপাতালের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), পরিচালক, করোনা ইউনিটে সে সময় কর্মরত ডাক্তার-নার্স, সেফটি ও সিকিউরিটি কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী নলিনীর আত্মহত্যার চেষ্টা

জেলেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী নলিনী শ্রীহরণ। সোমবার গভীর রাতে জেলের মধ্যে নলিনী আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী। গত ২৯ বছর ধরে হাজতে রয়েছে নলিনী।

নলিনীর আইনজীবী জানিয়েছেন, দীর্ঘ ২৯ বছরে এই প্রথমবার নলিনী এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। নলিনীর সঙ্গে আরেকজন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সম্প্রতি ঝগড়া হয়। ঘটনাটি জেল কর্মকর্তা পর্যন্ত গড়ায়। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নলিনী আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

রাজীব গান্ধী হত্যা মামলায় নলিনীর স্বামী মুরুগনও জেল খাটছে। সে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে, নলিনীকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করা হোক। বর্তমানে নলিনী ভেলোর জেলে রয়েছে।

রাজীব গান্ধি হত্যা মামলায় নলিনী-সহ ৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৯১ সালের ২১ মে শ্রীরুম্বুদুরে একটি নির্বাচনী জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে হত্যা করে এলটিটিই-র এক আত্মঘাতী জঙ্গি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন